কৃষি সুপারিশ

১৫-১৮ ই সেপ্টেম্বর, ২০১৮ (২৯ শে ভাদ্র-১ লা আশ্বিন১৪২৯)

অড়হর- মরচে রোগ দেখা দিলে ২.৫ গ্রাম মেটাল্যাক্সিল + ম্যানকোজেব বা ০.৭৫ মিলি প্রোপিকোনাজোল স্প্রে করতে হবে। শুঁটি ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি লিটার জলে ০.৭৫ গ্রাম অ্যাসিফেট বা ২.০ মিলি কার্বোসালফান স্প্রে করতে হবে।

কলাই- সারিতে বুনলে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি ও গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১৫ সেমি রাখতে হবে, প্রতি কামিটারে ৩০-৩৫ টি গাছ রাখা প্রয়োজন। একর প্রতি মুলসার নাইট্রোজেন ৮ কেজি, ফসফেট ১৬ কেজি ও পটাশ ১৬ কেজি লাগে। কোন চাপান সার লাগে না।

খরিফ ভুট্টা - পাতা মোড়া পোকা পাতা মুড়ে দিয়ে তার থেকে সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে। প্রতি লিটার জলে ১ মিলি ফিপ্রনিল বা ০.৭৫ গ্রাল অ্যাসিফেট গুলে স্প্রে করতে হবে। **সুঁয়ো পোকার** আক্রমন হলে প্রতি লিটার জলে ২ মিলি কার্বেসালফান গুলে স্প্রে করতে হবে।

পাতা ধ্বসা - লম্বাকার বা ডিম্বাকার ফ্যাকাশে বড় দাগ পাতায় দেখা যায় ও শেষে পাতা শুকিয়ে যায়। প্রতি লিটার জলে ২.৫ গ্রাম জিনেব বা ১.৫ মিলি হেক্সাকোনাজোল গুলে স্প্রে করতে হবে। **ব্যাকটিরিয়া জনিত কান্ড পচা রোগ-** কান্ডের মাটি সংলগ্ন অংশ নরম হয়ে পচে যায় ও পাতা হলুদ হয়ে শুকিয়ে যায়। বীজ শোধন করতে হবে ও জল নিকাশী থাকা ব্যবস্থা প্রয়োজন।

আউস ধান - মাজরা পোকা- স্বল্প মেয়াদী জাতের ক্ষেত্রে শতকরা ৫টি মাঝের পাতা বা শীষ যদি শুকিয়ে যায় তবে ফিপ্রনিল ১ মিলি বা ট্রায়াজোফস ১ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

গন্ধীপোকা- ধানের দানায় দুধ অবস্থায় গন্ধীপোকার আক্রমন দেখা যায়, এই পোকা পূর্ণাঙ্গ ও অপূর্ণাঙ্গ দুই অবস্থায় ধানের ক্ষতি করে। যদি গড়ে প্রতি পাঁচটি গুছির মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ ও অপূর্ণাঙ্গ পোকা দেখা যায়, তখনই কীটনাশক ওষুধ বেলা ১১ টার পরে প্রয়োগ করতে হবে।

আমন ধান- জিঙ্কের ঘাটতি যুক্ত এলাকায় একর প্রতি ১০ কেজি জিঙ্কসালফেট ও ৪-৮ কেজি সালফার মুলসার কিংবা প্রথম চাপানে প্রয়োগ করা যেতে পারে। বাদামি শোষক পোকার আক্রমন প্রবণ এলাকায় প্রতি ৮ সারি অন্তর এক সারি রোয়া বাদ দিতে হবে যাতে পরবর্তিকালে পোকার আক্রমন হলে পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়। ধান রোয়ার ৪০-৪৫ দিন পরে একর প্রতি ৭ কেজি নাইট্রোজেন দ্বিতীয় চাপান হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে।

ধানের **বাদামী চিটে রোগ** চারায়, পাতায় ও দানায় দেখা দিতে পারে। ছোট ছোট তিলের মত বাদামী রং এর দাগ দেখা যায়, ট্রাইসাইক্লাজোল ০.৫ গ্রাম বা আইসোপ্রথিওলেন ১ মিলি স্প্রে করা যেতে পারে। এই সময়ে ধানের **খোলা পচা** রোগ দেখা দিতে পারে, ধানে থোড় আসার সময়ে এই রোগের আক্রমন বেশি হয়।পাতার খোলের ওপর ধূসর রং এর ছোপ ছোপ দাগ দেখা যায়। এই রোগের আক্রমন দেখা গেলে প্রোপিকোনাজোল ০.৭৫ মিলি বা ট্রাইসাইক্লাজোল ০.৫ গ্রাম বা ভ্যালিডামাইসিন ২ মিলি বা কার্বেন্ডাজিম ১ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে, রোগ নিয়ন্ত্রনের পর চাপান দিতে হবে। নিয়মিত ক্ষেত পরিদর্শন করতে হবে। **ব্যাকটিরিয়া জনিত ধ্বসা রোগ-** এই রোগের আক্রমনে ধান গাছের পাতা ডগার দিক থেকে হলুদ বা কমলা হয়ে যায় ও নিচের দিকে নামতে থাকে ও শেষে শুকিয়ে খড় হয়ে যায়। এই রোগে ওষুধ তেমন কাজ দেয় না। নাইট্রোজেন খেপে খেপে দিতে হবে, অতিরিক্ত জল জমি থেকে বের করে দিতে হবে এবং পটাশ সার চাপান দিয়ে মাটি ঘেটে দিতে হবে।

ধান রোয়ার পরে আমন ধানে পাতা মোড়া পোকা, পামরি পোকা ও মাজরা পোকার আক্রমন দেখা দিতে পারে। এই পোকা গুলো সাধারনত ফসলের খুব একটা ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু আক্রমনের মাত্রা বেশি হলে অবশ্যই ব্যবস্থা নিতে হবে। ক্ষেত নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে, প্রয়োজন হলে তবেই ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। ক্ষেতে অযথা ওষুধ প্রয়োগ করবেন না কারন ওষুধ প্রয়োগে উপকারি বন্ধুপোকা, মাকড়সা ও মারা পরবে, ফলে বাদামি শোষক পোকার মত কীটশত্রুর আক্রমন হলে তাদের নিয়ন্ত্রন করা কঠিন হয়ে উঠবে।

কৃষি সংক্রান্ত যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য ব্লকের সহকৃষি অধিকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন ।

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর
পক্ষে -

যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (জন সংযোগ, সম্প্রচার ও তথ্য),
পশ্চিমবঙ্গ